মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আফজাল হোসেন
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

সম্ভাবনা ও স্বপ্নের হাইটেক পার্ক

বলার অপেক্ষা রাখে না– আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে হাইটেক পার্ক যেমনি স্বপ্নের, তেমনি সম্ভাবনার। দেশের মানুষের প্রত্যাশা– বাংলাদেশে তৈরি হবে বিশ্বমানের প্রযুক্তিপণ্য। স্বদেশে তৈরি সফটওয়্যার দিয়েই চলবে দেশের ব্যাংক, বীমা, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও অন্য সবকিছু। বাংলাদেশে বসেই গুগল, ফেসবুক, ইন্টেল, মাইক্রোসফটসহ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বিভিন্ন প্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠানের আইটি বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করার সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরা। আর এসবের দুয়ার খুলে দেবে সরকারের হাইটেক পার্ক। প্রযুক্তিনির্ভর এসব হাইটেক পার্ক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন, তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ এবং বিকাশে সুযোগের দুয়ার খুলে দেবে। এসব হাইটেক পার্ক হবে জাতীয় রাজস্ব আয়ের কেন্দ্রবিন্দু– এমনটি প্রত্যাশা করে আসছেন এ দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে প্রযুক্তি খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সরকারও বেশ কয়েক বছর ধরে দেশবাসীকে সে প্রত্যাশার কথা শুনিয়ে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এ ক্ষেত্রে তেমন গতিশীলতা আছে বলে মনে হয় না। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, হাইটেক পার্ক নির্মাণের বিষয়টি সরকারের কাছে একটি অগ্রাধিকারের বিষয়।

বলা হচ্ছে, ইতোমধ্যেই ৫০০ কোটি ডলার আয়ের লক্ষ্যে সরকার বড় বড় হাইটেক পার্কসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আইটি পার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সম্প্রতি বলেছেন, 'আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর হাইটেক পার্কের দুয়ার উন্মোচন ছিল অগ্রাধিকার পাওয়ার একটি বিষয়। তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের এ সময়ে হাইটেক পার্ক দেশের শিল্পায়নে প্রাণ সঞ্চয় করবে। শিল্পায়ন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে হাইটেক পার্ক সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে। হাইটেক পার্ক ১০ লাখ আইটি পেশাদার তৈরির মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রতিবছর রফতানি আয় ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এ পার্কগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাখ লাখ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে।'

আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর এই আশাবাদকে আমরা স্বাগত জানাই। তার এই আশাবাদ বাস্তবে রূপ নিক, তাই আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু হাইটেক পার্ক, বিশেষ করে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি দেখে আমাদের মধ্যে কখনও কখনও এক ধরনের হতাশা এসে ভর করে। আবার যখন সরকারের বা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নতুন করে কোনো আশাবাদের কথা শোনানো হয়, তখন আশাবাদী হতে ইচ্ছে করে। সম্প্রতি 'বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি' তথা বিএইচটিপিএ সূত্র জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমিতে দেশের প্রথম হাইটেক পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর বাইরে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার খরিতাজুড়ি বিলে দেশের দ্বিতীয় হাইটেক পার্ক স্থাপনের জন্য ১৬৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ার, যশোর, রাজশাহীসহ দেশের সাতটি বিভাগের ১২ জেলায় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। অপরদিকে হাইটেক পার্কের বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। প্রণোদনা অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের কয়েক ধাপের কর অব্যাহতি দেয়া হবে। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়বে এবং দেশে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

অতীতে আমরা দেখেছি, হাইটেক পার্ক নির্মাণে বিলম্ব হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে তহবিলের অভাব। তবে সুখের কথা, এসব হাইটেক পার্ক উন্নয়নে এবং বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। গত নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ই-বাণিজ্য মেলায় যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক চারটি প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি ৩০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অপরদিকে জাপান এই হাইটেক পার্কে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এরা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশকে সহায়তা করতেও আগ্রহী।

আমরা মনে করি, দেশে হাইটেক পার্কে অর্থায়নে অসুবিধা হলে এ ক্ষেত্রে বিদেশি অর্থায়নের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। কারণ, ইতোমধ্যেই হাইটেক পার্ক নির্মাণে অনেকটা বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রয়োজনে বিদেশি অর্থ সহায়তা নিয়ে এই হাইটেক পার্ক নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সবার আগে কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক নির্মাণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এরপর বাকি হাইটেক পার্ক ও আইটি পার্ক নির্মাণে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। নইলে হাইটেক পার্ক নিয়ে আমাদের যাবতীয় স্বপ্ন যেমনি বিফলে যাবে, তেমনি এর সম্ভাবনাও বিনষ্ট হবে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করার অর্থ প্রকল্প খরচ বাড়ানো– যা কাম্য নয়।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ